যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

www.jrcb.gov.bd

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের এবং অহিমালয়ী নদী মেঘনার অবক্ষেপের কারণে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের বড় একটি অংশ এ ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। এ ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা-নদী ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ভাটি অঞ্চলের দেশ। আন্তঃসীমান্ত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী অববাহিকার মোট এলাকা ১.৭২ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এর বেশি। এ অববাহিকার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের মধ্যে এবং প্রায় ৯৩ শতাংশ বাংলাদেশের ভূখন্ডের বাইরে অবস্থিত। বাংলাদেশের উপর দিয়ে এ বিশাল অববাহিকার পানি প্রবাহিত হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। ফলে বন্যা ব্যবস্থপনাসহ পানি সম্পদের অববাহিকাভিত্তিক সঠিক ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ টেকসই পানি নিরাপত্তার লক্ষ্যে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ও অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদের যৌথ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রধান প্রধান নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের উপর সমীক্ষা পরিচালন, উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে এতদঞ্চলের পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার গ্রীড সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত স্ট্যাটিউট অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;

গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;

ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;

ঙ. উভয় দেশের বন্যা সমস্যা ও এর নিয়ন্ত্রণের উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের কার্যাবলীসহ আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরকার যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ৪৮ জনবল বিশিষ্ট একটি সেট আপ অনুমোদন করেছে। 'সদস্য', যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা, বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের মোট ৩৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ (৩৮তম) সভা আগস্ট, ২০২২ মাসে ভারতের নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

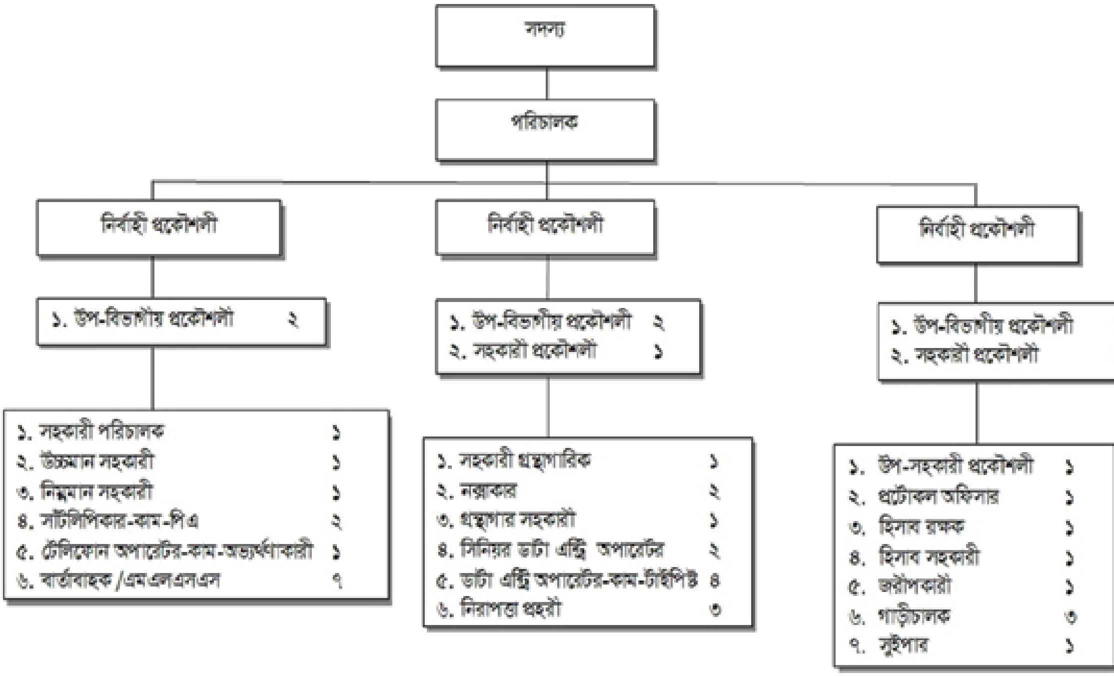

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০২৪ অনুযায়ী)

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
সরকার কর্তৃক নিজ বেতনক্রমে নিয়োগযোগ্য	১	১	০
৪র্থ	১	১	০
৫ম	৩	৩	০
৬ষ্ঠ	৬	৫	১
৯ম	৩	১	২
১০ম	২	১	১
১১তম	৩	০	৩
১৩তম	৩	১	২
১৫তম	৫	১	৪
১৬তম	১০	৮	২
২০তম	৭	২	৫
আউটসোর্সিং/চুক্তিভিত্তিক	৪	৪	০
মোট	৪৮	২৮	২০

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা
১।	কার	১টি
২।	মাইক্রোবাস	২টি
৩।	মটর সাইকেল	১টি
৪।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৮টি
৫।	পাবলিক এড্রেস সিস্টেম	১টি
৬।	কম্পিউটার	২৩টি
৭।	ল্যাপটপ	২টি
৮।	স্ক্যানার	১টি
৯।	প্রিন্টার	৮টি
১০।	ফ্যাক্স মেসিন	১টি
১১।	ফটোকপিয়ার	২টি
১২।	মাল্টিমিডিয়া	১টি
১৩।	শ্রেডার মেশিন	২টি
১৪।	প্ল্যানিমিটার	২টি
১৫।	রোটোমিটার	২টি
১৬।	আইপিএস	২টি
১৭।	রেফ্রিজারেটর	১টি
১৮।	হ্যান্ড হেল্ড জিপিএস	১টি
১৯।	মাইক্রোওভেন	১টি
২০।	ক্যামেরা	১টি

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বন্টন, যৌথ ব্যবস্থাপনা, বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, ভারতীয় এলাকায় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাঁধ ও নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতিবছর ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়ে ভারতের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর প্রবাহ যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রবাহ যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় যৌথভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন, নেপালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং গবেষণা ও কারিগরি সংক্রান্ত বিষয়ে নেপালের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় চীন কর্তৃক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনার জন্য চীনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং

৫. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সচিবালয়/ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেঃ

- International Commission on Irrigation & Drainage (ICID) এর বাংলাদেশ সচিবালয়;
- Inter-Islamic Network on Water Resources Development and Management (INWRDAM) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট এবং Organisation of Islamic Cooperation (OIC) এর পানি সম্পদ সম্পর্কিত জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)-এর পানি সম্পদ সম্পর্কিত বাংলাদেশ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের সভা

২৩-২৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের সভা ভারতের নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এবং ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন শ্রী অতুল জৈন, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, ভারত। সভায় আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বন্টন ও ব্যবস্থাপনা, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের বাস্তবায়ন, নদী দূষণ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়:

- কুশিয়ারা নদীর অভিন্ন এলাকা হতে পানি উত্তোলনে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) এর বাস্তবায়ন
- ভারত কর্তৃক ফেনী নদী হতে পানি উত্তোলনে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) বাস্তবায়ন
- মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন
- অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা
- মহানন্দা, সারি-গোয়াইন, হাওড়া, সোমেশ্বরী, যাদুকাটা, জালোখালি-ধামালিয়া, ধলা এবং পিয়ান নদীর তথ্য বিনিময়
- আখাউড়ায় জাঞ্জি নদী ও সিএন্ডবি খালের পানি দূষণ রোধ।

২৩-২৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে, নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের সভা

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি, ১৯৯৬ বাস্তবায়ন

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গা হতে পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কায় একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়ে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে বাংলাদেশে এর বিরুপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৭ সাল হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়ে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী ২০২৩ সালের শুকনো মৌসুমে পানি বণ্টন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি আগস্ট, ২০২৩ মাসে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৮২তম সভায় চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২০২৪ সালে গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তির বাস্তবায়ন

২০২৪ সালের শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় ২০২৪ সনের ০১ জানুয়ারি হতে ৩১মে পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরুপ: (কিউসেক)

সময়		ফারাক্কায় গঙ্গার পানির মোট পরিমাণ	চুক্তির সংলগ্নি-১ এর বন্টন ফর্মুলা অনুযায়ী				বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতু পয়েন্টে প্রাপ্ত পরিমাণ
			ফারাক্কায় বাংলাদেশের হিস্যা	ফারাক্কায় প্রাপ্ত বাংলাদেশের পরিমাণ	ফারাক্কায় ভারতের হিস্যা	ফারাক্কায় প্রাপ্ত ভারতের পরিমাণ	
জানুয়ারি	০১-১০	৯৩,৩৪৮	৫৩,৩৪৮	৫৩,৩৪৮	৪০,০০০	৪০,০০০	৬৩,১১৩
	১১-২০	৮৬,৫১২	৪৬,৫১২	৪৬,৫১২	৪০,০০০	৪০,০০০	৪৮,৫১৮
	২১-৩১	৮৫,৩৪৩	৪৫,৩৪৩	৪৫,৩৪৩	৪০,০০০	৪০,০০০	৪৮,৩৫৯
ফেব্রুয়ারি	০১-১০	৮২,৭৬১	৪২,৭৬১	৪২,৭৬১	৪০,০০০	৪০,০০০	৪৩,৯২৬
	১১-২০	৭৮,১৪৩	৩৮,১৪৩	৩৮,১৪৩	৪০,০০০	৪০,০০০	৩৪,৬৯৭
	২১-২৮	৭৬,২৪৫	৩৬,২৪৫	৩৬,২৪৫	৪০,০০০	৪০,০০০	৩৫,৭৫১
মার্চ	০১-১০	৭১,৬১৪	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৩৬,৬১৪	৩৬,৬১৪	৩৬,৮১৮
	১১-২০	৫৮,৮৮২	৩৫,০০০	৩৫,০০০	২৩,৮৮২	২৩,৮৮২	৩৫,৫৯৮
	২১-৩১	৬২,৬৭১	২৭,৬৭১	২৭,৬৭১	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৩০,১৬৭
এপ্রিল	০১-১০	৬৮,৬৪০	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৩৩,৬৪০	৩৩,৬৪০	৩৬,৪৩৭
	১১-২০	৬২,৭৪০	২৭,৭৪০	২৭,৭৪০	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৩১,৯৫২
	২১-৩০	৫৯,৯৪৯	৩৫,০০০	৩৫,০০০	২৪,৯৪৯	২৪,৯৪৯	৩৪,২৩৫
মে	০১-১০	৫৬,০৮২	২১,০৮২	২১,০৮২	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৩০,৪২৭
	১১-২০	৫৩,৭১৪	২৬,৮৫৭	২৬,৮৫৭	২৬,৮৫৭	২৬,৮৫৭	২৭,৩০২
	২১-৩১	৫৭,৩৩০	২৮,৬৬৫	২৮,৬৬৫	২৮,৬৬৫	২৮,৬৬৫	২৯,৭৮৮

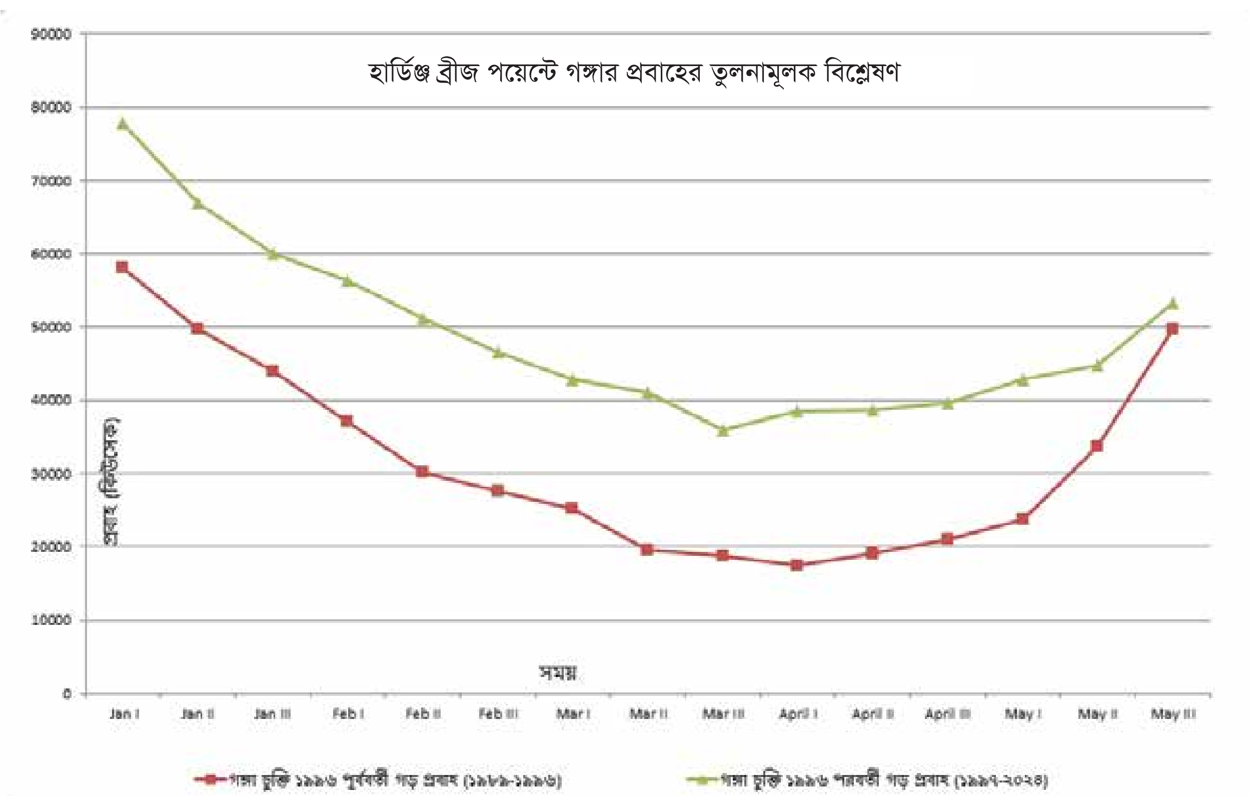

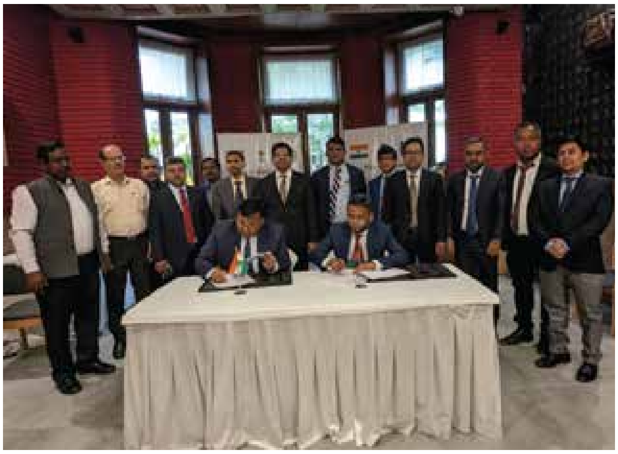

০৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখ কলকাতায় অনুষ্ঠিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটির ৮৪ তম সভা

০৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখ ভারতের ফারাক্কায় বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন

২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটির ৮৩ তম সভা

গঙ্গা নদীর পানি বন্টন বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন

২০২৪ সালে ভারতের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীতে যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

জানুয়ারি, ২০১১ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে উভয় দেশের সদস্য, যৌথ নদী কমিশন কর্তৃক প্রণীত চুক্তির একটি Framework এ দু'পক্ষ সম্মত হয়। পরবর্তীতে ভারতকে এ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের সভায় অনুরোধ জানানো হয়। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে।

মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা, দুধকুমার ও ফেণী নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা হয়।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের পর প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে দু'দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রীকে যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

জানুয়ারি, ২০১১ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি Framework চূড়ান্ত করা হয়।

২০১১ হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর অন্তর্বতীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এসকল নদীর হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ২০২০ সালে ভারতের সাথে বিনিময় করা হয়েছে। এ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে এবং ভারতকে আরো তথ্য-উপাত্ত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত একমত হয়। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় মূল্যবান ভূ-খন্ড, স্থাপনা ও বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) রক্ষাকল্পে পরিকল্পিত নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ দু'দেশ কর্তৃক যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে বিনিময় করা হয়। বিনিময়কৃত তালিকা অনুযায়ী ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে তিস্তা, ফেণী, কুশিয়ারা, মহানন্দা, আত্রাই, ধরলা ও নাগর নদীতে তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতা

ভারত থেকে আন্তঃসীমান্ত নদীর বন্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রাপ্তির বিষয়ে ১৯৭২ সাল হতে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে হতে ১৫ অক্টোবর সময়ে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর ১৪টি স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে। এছাড়া, ভারত কয়েকটি খরস্রোতা নদীর উপাত্ত ১ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করে। ভারত থেকে প্রাপ্ত এসব তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ১২০ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করছে। ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। বন্যা পূর্বাভাসের সময় ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাসের নিমিত্ত ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন নদীর আরো উজানের তথ্য-উপাত্তের জন্য আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার আরো উজানের স্টেশনসমূহের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহের জন্য ভারতকে ২০১৯ সালে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভারতের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোতে ভারতীয় ভূ-খন্ডে অবস্থিত বিভিন্ন অবকাঠামোর (ব্যারেজ, ড্যাম ইত্যাদি) Operation সংক্রান্ত তথ্যাদি যেমন Operation এর সময়, পানিসমতল ও অবমুক্ত পানির পরিমান ইত্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশকে সরবরাহরে জন্য ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান হতে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মর্মে জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এছাড়া উক্ত প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার অবহিত করে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল ২০০৯ সালে ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃনিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না।

প্রকল্পটির বিষয়ে ভারত বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে আশ্বাস প্রদান করে যে, টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। পরবর্তীতে, সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনার প্রেক্ষিতে, টিপাইমুখ প্রকল্পের বিষয়ে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অধীনস্থ সাবগ্রুপের আওতায় একটি যৌথ সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত সীমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে Impact Assessment এর বিষয়ে ২য় Interim Report প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া Mathematical Modelling এর Draft Final Report প্রস্তুত করা হয় এবং ভারত হতে প্রয়োজনীয় আরো তথ্য উপাত্ত পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করে Mathematical Model এর নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ভারত সাব গ্রুপের ৩য় বৈঠকে (জানুয়ারি, ২০১৫) টিপাইমুখ প্রকল্পের আঙ্গিক পরিবর্তন হবে মর্মে অবহিত করেছে এবং পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে মর্মেও জানিয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে উল্লেখ করেন যে, সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনে টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ বর্তমান আঙ্গিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এ বিষয়ে ভারত এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যাতে বাংলাদেশে এর বিরূপ প্রভাব পরে। যৌথ সমীক্ষা সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত বা পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃঅববাহিকা পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এ ৩০ টি সংযোগের মধ্যে ১৪ টি হিমালয়ান নদী ও ১৬ টি পেনিনসুলার নদীর সংযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনায় ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারত যেন হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর না করে সেজন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ অভিমত ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা, বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃব্যক্ত করেন যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না, যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

২৩ আগস্ট, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ ভারতের পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ হিমালয় অংশের নদীসমূহকে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত না করতে ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানায়। বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ অবহিত করে যে, ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিষয়ে এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না, যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নেপাল ২০০২ সাল হতে তাদের কোসি, নারায়ণি ও কংকাই নদীর পানিসমতল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে। পরবর্তীতে, ২০০৬ সালে দু'দেশের মধ্যে পানি

সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক Nepal Bangladesh Joint Technical Study Team-(JTST) গঠন করা হয়।

৩০ মে, ২০২৩ তারিখে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির ৭ম বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উভয় দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা এবং উত্তম চর্চাসমূহ বিনিময়, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যৌথ সমীক্ষা, পানি সম্পদের আহরণ, বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ও নেপালের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে Sharing of Real-time Hydro-meteorological data and information for Flood Forecasting and Warning শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, উক্ত বৈঠকের পূর্বে ২৯ মে, ২০২৩ তারিখে ঢাকায় Nepal Bangladesh Joint Technical Study Team (JTST) on Harnessing of Water Resources and Mitigating Floods and Flood Damages এর ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ার্লুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীনা কর্তৃপক্ষ জুন ২০০৬ সাল থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উজানে চীনের তিনটি স্টেশন যথাঃ Nuxia, Nugesha, Yangcun এর বর্ষা মৌসুমের (০১ জুন থেকে ১৫ অক্টোবর) বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রকে সরবরাহ করে আসছে। পরবর্তীতে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে দু'দেশের মধ্যে *Provision of Hydrological Information of the Yalu Zangbu/Brahmaputra River in Flood Season by China to Bangladesh* বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক (*Memorandum of Understanding*) স্বাক্ষরিত হয়। এরই আওতায় Implementation Plan দু'পক্ষ কর্তৃক গত ২০ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে Hydrological তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে, সমঝোতা স্মারক ও এর Implementation Plan-টি জুলাই, ২০১৯ মাসে চীনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ০৫ বছরের জন্য সর্বশেষ নবায়ন করা হয়।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সহযোগিতার বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সভা

২২-২৪ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ইয়ার্লুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, পানি ব্যবস্থাপনার জ্ঞান এবং উত্তম চর্চাসমূহ বিনিময়, সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

২২-২৪ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ খাতের দ্বিপাক্ষিক সভা

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ও ভারত হিমালয় হতে উৎপন্ন তিনটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক নদী যথা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনার একই অববাহিকাভূক্ত দেশ। নদী তিনটির অববাহিকাভূক্ত অন্যান্য দেশ হচ্ছে- নেপাল, ভূটান ও চীন। এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। এ বিষয়ে ২০১১ সালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর করে। উক্ত Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মাধ্যমে পারস্পরিক সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উভয় দেশ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে।

৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে পানি সম্পদ খাতে সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিরূপণ যেমনঃ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ও পলি ব্যবস্থাপানা, নদীর পানি দূষণ রোধ, পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উত্তম চর্চার বিনিময় বিষয়ে একটি Joint Technical Working Group (JTWG) গঠনে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। বাংলাদেশ পক্ষ ইতোমধ্যে JTWG গঠন করে ভারতকে তাদের JTWG গঠনের অনুরোধ জানিয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যে অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন সংশ্লিষ্ট ৪ টি আর্ন্তজাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা SDG-6.5.2 বাস্তবায়নে আন্তঃসীমান্ত নদীর অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত SDG-6.5.2 এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৮%।

ফরেন সার্ভিস একাডিমিতে প্রশিক্ষণ

ফরেন সার্ভিস একাডিমিতে অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাদের পেশাগত মানোন্নয়ন বিষয়ক একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষনে যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে মোট ১৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে পররাষ্ট্রনীতি, পানি কূটনীতি, আন্তর্জাতিক পানি আইন ও কনভেনশন, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ইংরেজী ভাষার দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অন্যান্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০২৩-২৪	১০	১৪

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

বাজেটের প্রকৃতি	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
পরিচালন বাজেট	৫৬৫.২০ লক্ষ টাকা	৪৬৭.৭৭ লক্ষ টাকা	সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দকৃত ২.৬০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় নি। অব্যয়িত ৯৪.৮৩ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের তথ্যাদি

- ডি-ফাইলিং এর মাধ্যমে প্রায় ৮০% নথি নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
- দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্য বিদ্যমান ফাইল প্রদানের পদ্ধতির কয়েকটি ধাপ কমিয়ে সহজীকরণ করা হয়েছে।
- ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবছর ভারতের ফারাক্কায় এবং বাংলাদেশের পাবনা জেলার হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রাপ্ত ১০ দিনের গড় প্রবাহ (১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে পর্যন্ত) সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রতি ১০ দিন অন্তর যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
- অত্র কমিশনের লাইব্রেরীকে Interactive Library Information System with Local Area Networking এর মাধ্যমে ডিজিটাল লাইব্রেরীতে রুপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে মূল্যবান, অতিপুরনো ডকুমেন্ট/রিপোর্টসমূহ স্ক্যান কপি করার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের পাশাপাশি লাইব্রেরীতে রাখা বিভিন্ন বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির দ্রুত অনুসন্ধান করাও সম্ভব হচ্ছে।
- Electronic Attendance System ব্যবহার করা হচ্ছে।
- দপ্তরের ওয়েবসাইট সবসময় হালনাগাদ রাখা হচ্ছে।
- যৌথ নদী কমিশনের কার্যক্রম প্রচারের লক্ষ্যে একটি অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ (Joint Rivers Commission, Bangladesh) চালু রয়েছে যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।